উৎপাত, নালিশ ও রেডিও!

কর্ণফুলী প্রতিবেদন

"বেশ অনেকদিন ধরে বিনা প্রতিবাদে ব্যাপক উৎপাত চলেছিল, যাকে বলা হয় দুর্দমনীয়, আর সহ্য করা যায়নি। একবার একে ধরে তো আবার ওকে তোষামদ করে। নরমে গরম আর গরমে এরা একেবারে ঠা-ন্-ডা। জুৎসই ডান্ডায় এরা একেবারে সেদ্ধ নুডলস হয়ে যায়। যে যা নয় তাকে তা বানিয়ে কমিউনিটিতে উজ্জল করে এরা, আবার স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটলে পরক্ষনে সে ব্যক্তির চামড়া খসিয়ে নাঙ্গা করে দিচ্ছে। অমানুষিক নির্যাতনে বিধ্বস্ত হয়ে প্রথম আমি সংশ্লিষ্ঠ রেডিও ষ্টেশানের কাছে নালিশ করেছিলাম। অপমানসুচক মন্তব্য নিয়ে অতিতে প্রচারিত প্রতিটি প্রোগ্রামের টেপ কপি তাদের কাছে আমি চেয়েছি। প্রতিটি বাংলা অনুষ্ঠানের ইংরেজী অনুবাদ করে তাদের শুনতে বলেছি। সন্তোষজনক তেমন কোন সাড়া পাইনি। তাই বাধ্য হয়ে ক্যানবেরায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি আপাতত আমি ABA (Australian Broadcasting Authority) এর কাছে ছেড়ে গেছি। সংশ্লিষ্ঠ কমিউনিটি রেডিওকে আমি দেশ থেকে নিরাপদে ফেরা অবধি প্রতিটি অনুষ্ঠানের টেপ কপি আর্কাইভ এ হেফাজত করে রাখতে বলেছি। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, দেশ থেকে ফিরেই প্রমান করা হবে গঙ্গা ও পদ্মার জলের উৎস এক ও একক কিনা।" অসুস্থ বৃদ্ধা মা'কে দেশে দেখতে যাওয়ার আগের রাত কথাগুলো উর্দ্ধশ্বাসে অনর্গল বলে গেলেন একুশে একাডেমীর ঐতিহাসিক সভাপতি নির্মল পাল। দীর্ঘদিন প্রবাসী কমিউনিটিতে সমাজসেবা বা রাজনীতি চর্চা করে কোন ব্যক্তি এঅবধি কমিউনিটির এতো 'কভারেজ' পায়নি যা এককভাবে নির্মল পেয়েছেন। সিডনীর সকলে একবাক্যে স্বীকার করছেন, অষ্ট্রেলিয়ায় ২০০৬ এর সবচেয়ে আলেচিত কমিউনিটি-ব্যক্তিত্ব ছিল শ্রী নির্মল পাল। এতে তাঁর খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু তিনি হননি। গত হপ্তায় দেশে বেড়াতে যাওয়ার আগে একটি কমিউনিটি রেডিওর বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়ান ব্রডকাষ্টিং অথিরিটির কাছে নালিশ ঠুকে দিয়ে গেছেন বছরের সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তিত্ব শ্রী নির্মল পাল। দেশ থেকে ফিরেই তিনি একই সাথে ABA এবং দেওয়ানী আদালতে তাঁর 'মানহানী মামলা'র বিষয়ে এগিয়ে যাবেন বলে তিনি ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।

এদিকে গত ২৩শে জুলাই রবিবার একই রেডিওতে প্রায় ২০ মিনিট বাংলাতে অনর্গলভাবে কমিউনিটির একজন সম্মানিত ব্যাবসায়ী ও সিডনীতে একমাত্র বাংলাদেশী মসজিদটি প্রতিষ্ঠাকারী ড: রশিদ রাশেদকে নিয়ে যে জঘন্য আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়েছে সে বিষয়ে তিনি পুনরায় রেডিও ষ্টেশান কর্তৃপক্ষকে তাগাদা দিয়েছেন বলে জানা যায়। প্রাথমিক নালিশটি সংশ্লিষ্ঠ রেডিওতে তখন সাথে সাথে করা হয়েছিল। রেডিও ষ্টেশানটি ড: রাশেদকে সংশ্লিষ্ঠ প্রোগ্রামের টেপ কপি পাঠিয়ে, 'ব্যবস্থা নেয়া হবে' বলে লিখিতভাবে জানিয়েছিল। দীর্ঘদিন কোন সদুত্তর না পেয়ে ড: রাশেদ চলতি হপ্তায় উক্ত রেডিওকে বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্ত ও ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে পুনরায় অনুরোধ করেছেন। ড: রাশেদ জানিয়েছেন, তিনি এবার সন্তোষজনক কোন কিছু না শুনলে সরাসরি ABA (Australian Broadcasting Authority) এর দারস্থ হবেন। প্রবাসী বাংলাদেশী সমাজে ভরদুপুরে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন ও নাঙ্গা করার জন্যে পাশাপাশি আইনের আশ্রয় নিবেন বলে গতকাল কর্ণফুলী'র কাছে তিনি তার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন।

জনাব আবু রেজা মোহাম্মদ নুরুল আরেফীন প্রতি রবিবার বিকেলে 'রেডিও বাংলা অষ্ট্রেলিয়া' নামে সিডনীর একটি কমিউনিটি রেডিও স্টেশানের ছত্রছায়ায় কয়েক ঘন্টার একটি বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছেন। তিনি নিজে উক্ত অনুষ্ঠানের প্রযোজক, ঘোষক ও পরিচালক। 'অনুষ্ঠানের ভেতরে অনুষ্ঠান' এমন একটি 'ছালছাটানো' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত কয়েক বছরে প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন সম্মানিত ব্যক্তিদের তিনি মানহানী করেছেন বলে সিডনীর অনেকে বলছেন। গত

২২ নভেম্বর ২০০৬ সকাল ৯.১২টায় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব অষ্ট্রেলিয়ার বর্তমান সভাপতি জনাব ফারুক আহমেদ একটি বিশেষ কারণে কর্ণফুলী দপ্তরে ফোন করেছিলেন। আলাপ চলাকালীন সময়ে তিনিও পুনরায় একই রেডিও ষ্টেশান ও জনাব আ:রে:মো:নু আরেফীন কর্তৃক পরিচালিত ও প্রযোজিত রেডিও অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আক্ষেপ করেন। কর্ণফুলী সহ সিডনীর বিভিন্ন বাংলাদেশী মিডিয়াতে তার এসোসিয়েশন একটি প্রেসনোট পাঠিয়ে উক্ত রেডিও'র উৎপাত বিষয়ে যে নালিশটি তিনি তখন করেছিলেন সে বিষয়ে তিনি পুনরায় কর্ণফুলীকে মনে করিয়ে দেন। রেডিও ষ্টেশান ও তার প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আইনগত ব্যবস্থায় এসোসিয়েশনের প্রেসনোটটি মোক্ষম কাজে লাগবে বলে এসোসিয়েশনের একজন কর্মকর্তা একই দিনে কর্ণফুলীতে জানিয়েছেন। ধর্মিয় অনুভুতিতে আঘাত দিয়ে বিতর্কিত একটি অনুষ্ঠান প্রচারের কারনে একই রেডিও ষ্টেশান থেকে পরিচালিত আরেকটি অবাঙলা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধেও ABA তে মারাত্মভাবে নালিশ পড়েছে বলে শোনা যায়। এমতাবস্থায় একই রেডিও ষ্টেশানের বিরুদ্ধে অন্যান্যদের নালিশ আগুনে ঘৃতাহুতি দেবে বলে অনেকে মনে করনে। এদিকে জনাব আরেফীনের বাংলা অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ অংশকে বাংলাদেশী কমিউনিটির সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বিনষ্টের হুমকী বিবেচনা করে কিছু বাংলাদেশী নওজোয়ান সিডনীতে গনস্বাক্ষর সংগ্রহ করে উক্ত রেডিও ষ্টেশনকে 'বাইপাস' করে সরাসরি ABA এর কাছে নালিশ করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে গোপনসুত্রে জানা গেছে।

মিষ্টভাষী ও পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠের অধিকারী জনাব আরেফীন একজন প্রবীণ ও পেশাজীবি টেক্সিচালক। জাত-পাত ও ধর্মনির্বিশেষে দীর্ঘদিনের যাত্রী সেবায় সিডনীতে তার কোন বদনাম নেই। পথহারা কোন যাত্রীকে ভুলপথে নিয়ে অন্যায়ভাবে কখনো বেশী ভাড়া তিনি আদায় করেননি বলে শোনা যায়। কিন্তু যাত্রী সেবার পাশাপাশি কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে সিডনী প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রোতাদের সেবা করতে গিয়ে তিনি কেন যত্রতত্র বিভিন্ন ব্যক্তির 'ইজ্জত' হরন করছেন তা অনেকের বোধগম্য নয়। তিন কন্যার জনক আরেফীন একজন সুখী পিতা ও সাংসারীক ব্যক্তি। অদুর ভবিষ্যতে দেশে-প্রবাসে কোন বাঙ্গালী পরিবারের সাথে তিনি 'সম্বন্ধ' করতে গেলে এই 'রেডিও-উৎপাত' বিষয়গুলো সবার সামনে তখন ভেসে উঠতে পারে বলে তার অনেক শুভাকাঙ্খী আশংকা করছেন। আর তাই সকলে আশা করছেন তাঁর ঘামঝরা কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে ভাড়া করা কয়েক ঘন্টার এই রেডিও দিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে তিনি কমিউনিটির সুসংবাদ সহ বিভিন্ন সুরের গান, যেমন পল্লিগীতি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, লালনগীতি, হামদ, নাথ, কীর্তন, ভজন ও আধুনিক বাংলা গান শুনিয়ে এখন থেকে সুনাম অর্জন করতে পারেন।

প্রবাসী কমিউনিটিতে যত বেশী সংবাদপত্র ও রেডিও চ্যানেল প্রচলিত থাকবে তত বেশী লাভ, কারণ এতে প্রবাসে বসে দেশকে অন্তত কিছুক্ষনের জন্যে হলেও কাছে পাওয়া যায়। এরূপ কোন সংবাদ মাধ্যমের অপমৃত্যু অথবা গর্ভপাত হোক তা কমিউনিটির কল্যাণকামী কোন ব্যক্তিই কামনা করেননা। ঠিক তেমনি কোন মাধ্যমে অনবরত কারো 'ছাল ছাটা' হোক অথবা পুটি মাছকে তিমি বানানো হোক তা কেউ পছন্দ করেন না। জনাব আরেফীন তার সাপ্তাহীক তিনঘন্টার ভাড়া করা স্বল্প পরিধির রেডিও দিয়ে এখানকার শ্রোতাদেরকে নির্বোধ ভেবে যা তা গিলিয়ে দেবেন সেটা আর হবে না বলে অনেকে মনে করেন। তার রেডিও অনুষ্ঠানের উৎপাতে অতিষ্ঠ সিডনী নাট্যমের সভাপতি ও প্রখ্যাত সমাজকর্মী জনাব রহুল আহমেদ সওদাগর গত ২৩ নভে: বিষ্যুৎবার রাত ১০.০৪টায় টেলিফোনে কর্ণফুলীকে জানিয়েছেন যে সিডনীর শ্রোতারা এখন আগের চেয়ে অনেক সচেতন, তারা জানে কোথায়, কখন এবং কার কাছে তার প্রচারিত অনুষ্ঠান সম্পর্কে নালিশ, সুপারিশ অথবা মামলা করতে হবে। শ্রোতারা নয়, বরং অত্যাধুনিক কিছু ডিজিটাল রেকর্ডার এখন এ সকল রেডিও'র প্রতি কান পেতে থাকে।